Sanatan Dharma

বিশ্বকর্মা

বিশ্বকর্মার বংশধর সম্পর্কে সনাতন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। তবে সবচেয়ে প্রচলিত এবং স্বীকৃত মতটি হলো যে, বিশ্বকর্মার পাঁচ পুত্র ছিলেন, এবং এই পাঁচ পুত্রকে পাঁচটি প্রধান কারিগরি পেশার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পাঁচ পুত্রকে বিশ্বকর্মার বংশধর হিসেবে পূজা করা হয়, এবং তাদের নামে কারিগর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতি গঠিত হয়েছে।
বিশ্বকর্মার এই পাঁচ পুত্র হলেন:
* মনু: ইনি কর্মকার বা লৌহশিল্পীদের পূর্বপুরুষ। যারা লোহা এবং অন্যান্য ধাতু দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন, তাদের এই বংশের মনে করা হয়।
* ময়: ইনি সূত্রধর বা কাঠশিল্পীদের পূর্বপুরুষ। কাঠের কাজ, যেমন আসবাবপত্র তৈরি, স্থাপত্যশিল্প ইত্যাদি যারা করেন, তারা ময়-এর বংশধর।
* ত্বষ্টা: ইনি কাঁসারি বা তাম্রশিল্পীদের পূর্বপুরুষ। তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি দিয়ে যারা পাত্র ও মূর্তি তৈরি করেন, তারা ত্বষ্টা-এর বংশধর হিসেবে পরিচিত।
* শিল্পি: ইনি শিল্পিকার বা প্রস্তরশিল্পীদের পূর্বপুরুষ। পাথর কেটে যারা মূর্তি বা স্থাপত্য তৈরি করেন, তাদের এই বংশের বলে মনে করা হয়।
* দৈবজ্ঞ: ইনি স্বর্ণকার বা স্বর্ণশিল্পীদের পূর্বপুরুষ। সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু দিয়ে অলংকার তৈরি করা যাদের পেশা, তারা দৈবজ্ঞের বংশধর।
এই পাঁচ পুত্রকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় মূলত কারিগরদের একটি বড় গোষ্ঠী, যারা বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরি পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা বিশ্বাস করেন যে তারা বিশ্বকর্মার সরাসরি বংশধর, এবং সেই কারণে তারা তাদের পেশার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ভারত ও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের মানুষরা বাস করেন এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী কারিগরি জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।
বিশ্বকর্মা পুজোর সঠিক সময়?
এই বছর ভগবান বিশ্বকর্মার শুভ তিথি পালিত হবে বুধবার, 17th সেপ্টেম্বর 2025।
বিশ্বকর্মা পূজার শুভ উপাসনার তারিখ এবং সময় সকাল 06:07 টা থেকে দুপুর12:15 টা পর্যন্ত চলে। ঐতিহ্য বা অঞ্চলের উপর নির্ভর করে আশীর্বাদের জন্য আদর্শ সময়। অনেকে পরিবার এবং কর্মশালা অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে পরামর্শ করে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করে এবং সঠিক মন্ত্র দিয়ে পূজা পরিচালনা করে, যাতে প্রতিটি পদক্ষেপে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন হয়।
17th সেপ্টেম্বর কেন বিশ্বকর্মা পূজা?
2025 সালে, বিশ্বকর্মা পূজা 17th সেপ্টেম্বর পালিত হবে। সাধারণত ভাদ্র মাসের শেষ দিনে এই উৎসব পালিত হয়, যা কন্যা সংক্রান্তির (কন্যা রাশিতে সৌর রূপান্তর) সাথে মিলে যায়, যেদিন বিশ্বকর্মা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় ।
বিশ্বকর্মা পূজার পূজা কিভাবে করতে হয়?
আরতি করুন: কর্পূর জ্বালান এবং প্রতিমাগুলির চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে আরতি করুন। বিশ্বকর্মা আরতি গাও বা পাঠ করুন এবং ভক্তি সহকারে আপনার প্রার্থনা

করুন । ৬. আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন এবং প্রার্থনা করুন: আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য, সমৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য আপনার প্রার্থনা করুন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।

বিশ্বকর্মা পূজায় কি কি নৈবেদ্য দেওয়া হয়?

পূজার সময় ফুল, কাঁচা ভাত (অক্ষত), মিষ্টি উপহার দিন এবং প্রদীপ জ্বালান । ভগবান বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি সহকারে নৈবেদ্য উৎসর্গ করুন এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। দেবতার একটি মূর্তি স্থাপন করুন এবং আন্তরিকতার সাথে পূজা পরিচালনা করুন।

বিশ্বকর্মা মন্ত্র কি কি?

□ মন্ত্রের কথা: " বিশ্বকর্মায় নমো নমঃ শিল্পকরী নমো নমঃ মঙ্গলকরী নমো নমঃ চক্রধারী নমো নমঃ " □ মন্ত্রের অর্থ: □ "বিশ্বকর্মায় নমো নমঃ" □ ঐশ্বরিক স্থপতি বিশ্বকর্মাকে প্রণাম। □ "শিল্পকরী নমো নমঃ" □ শিল্প ও কারুশিল্পের কর্তাকে প্রণাম।1

বিশ্বকর্মা পূজার তারিখ নির্ধারণ করা হয় কেন?

এটি ঘটে কারণ বিশ্বকর্মা পূজা সৌর পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত হয় যেখানে অন্যান্য উৎসবের তারিখগুলি চন্দ্র পঞ্জিকার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

বিশ্বকর্মা পূজা ও বিশ্বকর্মা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কি?

বিশ্বকর্মা পূজা, যা বিশ্বকর্মা জয়ন্তী বা বিশ্বকর্মা দিবস নামেও পরিচিত, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসব যা ঐশ্বরিক স্থপতি এবং কারিগর ভগবান বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় । এটি মূলত কারিগর, প্রকৌশলী, স্থপতি, যান্ত্রিক এবং কারখানার শ্রমিক সহ বিভিন্ন কারুশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পালন করা হয়।

বিশ্বকর্মা পূজা কোথায় বিখ্যাত?

বিশ্বকর্মা জয়ন্তী মূলত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি যেমন আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে পালিত হয় । প্রতি বছর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে একই দিনে এই পূজা করা হয়। এটি ভাদ্র মাসের শেষ দিনে পড়ে যা ভাদ্র বা কন্যা সংক্রান্তি নামেও পরিচিত।

বিশ্বকর্মা পূজার স্ত্রী কে ছিলেন?

বামন পুরাণে, বিশ্বকর্মাকে স্বর্গীয় জলপরী ঘৃতাচীর স্বামী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্বকর্মা শব্দের অর্থ কি?

বিশ্বকর্মার অর্থ "ঐশ্বরিক দক্ষ কারিগর স্রষ্টা" । তিনি সূর্য দেবতার সাথে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করা হয়; যখন সূর্য দেবতা সূর্যের কন্যা তাঁর উচ্চ শক্তির কারণে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন বিশ্বকর্মা শক্তি হ্রাস করেছিলেন এবং এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি দ্বারকা এবং ইন্দ্রপ্রস্থের মতো ঐশ্বরিক শহর নির্মাণের জন্য পরিচিত।

বিশ্বকর্মার পুরো নাম কি?

বিশ্বকর্মা বা বিশ্বকর্মণ (সংস্কৃত: □□□□□□□□□□□, আক্ষরিক অর্থে 'সকল সৃষ্টিকর্তা') হলেন একজন কারিগর দেবতা এবং সমসাময়িক হিন্দুধর্মে দেবতাদের ঐশ্বরিক স্থপতি।

কোন দেবতাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়?

হিন্দু পুরাণে, বিশ্বকর্মণ, দেবতাদের স্থপতি । এই নামটি প্রথমে যেকোনো শক্তিশালী দেবতার উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু পরে সৃজনশীল শক্তির প্রতীক

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বকর্মণ হলেন ঐশ্বরিক দক্ষ কারিগর যিনি দেবতাদের অস্ত্র তৈরি করেছিলেন এবং তাদের শহর এবং রথ নির্মাণ করেছিলেন।

Published on: Sep, 17 2025 11:19